

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহরিন শামস্

রোলঃ 23090121013

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শাহরিন শামস্

রোলঃ 23090121013

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ গীবত ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শাহরিন শামস্, আইডিঃ 23090121013 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ জোবায়ের হাসান

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah - IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

স্বাক্ষর

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

শাহরিন শামস্

আইডিঃ 23090121013

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা.....	5
গীবতের সংজ্ঞা.....	5
গীবতের প্রকারভেদ.....	10
গীবতের সামাজিক প্রভাব.....	11
গীবতের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব	12
গীবত থেকে বাঁচার উপায়.....	13
গীবতের প্রতিকার.....	14
আধুনিক সমাজে গীবত.....	14
গীবত ও আত্মশুদ্ধি.....	15
ইসলামী সমাজে গীবত প্রতিরোধের কৌশল.....	15
উপসংহার	17
শেষ কথা:.....	17

ভূমিকা

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করার কারণে একজন মানুষের কথা, কাজ ও আচরণ অন্যের ওপর সরাসরি বা পরোক্ষভাবে প্রভাব ফেলে। এই প্রভাব ইতিবাচকও হতে পারে, আবার নেতিবাচকও হতে পারে। সমাজে শান্তি ও ঐক্য বজায় রাখার জন্য ইসলামী নৈতিকতা যে বিষয়গুলোর ওপর বিশেষভাবে জোর দেয়, তার মধ্যে একটি হলো ভাষা বা কথা নিয়ন্ত্রণ। কথার মাধ্যমে মানুষ যেমন জান্নাত লাভ করতে পারে, তেমনি অশালীন বা ক্ষতিকর কথার মাধ্যমে জাহান্নামের উপযুক্তও হতে পারে। এই কথার অপব্যবহারের সবচেয়ে কুৎসিত ও ধ্বংসাত্মক রূপ হলো গীবত (পরনিন্দা)।

গীবত সমাজে বিভেদ, বিদ্বেষ ও শত্রুতার বীজ বপন করে। এটি মানুষে মানুষে সম্পর্ক নষ্ট করে এবং সামাজিক শান্তি বিনষ্ট করে। ইসলামী দৃষ্টিতে গীবত এমন এক নৈতিক ব্যাধি, যা শুধু মানুষের মর্যাদাকেই কলঙ্কিত করে না, বরং আত্মার পবিত্রতাকেও ধ্বংস করে দেয়। এজন্যই ইসলাম গীবতকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে এবং একে “মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ” করার সঙ্গে তুলনা করেছে।

গীবতের সংজ্ঞা

‘গীবত’ (غيبه) শব্দটি আরবি “غَابَ يَغِيبُ غَيْبًا” ধাতু থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ “অনুপস্থিত থাকা”। ইসলামী পরিভাষায় গীবত বলতে বোঝানো হয় —

> “কোনো ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে তার এমন কিছু বলা যা সে শুনলে কষ্ট পাবে, যদিও সেটি সত্য।”

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

> “তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলো যা সে পছন্দ করে না।”

সাহাবীরা জিজ্ঞেস করলেন, “হে আল্লাহর রাসূল! যদি আমি যা বলি তা তার মধ্যে থাকে?”

তিনি ﷺ বললেন,

“যদি তার মধ্যে সেটি থাকে, তবে তুমি গীবত করেছ; আর যদি না থাকে, তবে তুমি তার ওপর মিথ্যা অপবাদ আরোপ করেছ।”

— (সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৫৮৯)

অর্থাৎ, গীবত সত্য কথা হলেও হারাম। আর যদি তা মিথ্যা হয়, তবে তা বুহতান (অপবাদ), যা গীবতের চেয়েও গুরুতর অপরাধ।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন:

> “তুমি তোমার ভাই সম্পর্কে এমন কথা বলো যা সে শুনলে অপছন্দ করবে।”

সাহাবারা জিজ্ঞাসা করলেন, “যদি সেটি সত্য হয়?”

তিনি ﷺ বললেন: “যদি সেটি সত্য হয় তবে তা গীবত, আর যদি মিথ্যা হয় তবে তা অপবাদ (বুহতান)।”

(সূত্র: সহীহ মুসলিম)

অর্থাৎ, গীবত হলো সত্য কথা হলেও কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ প্রকাশ করা।

কুরআন ও হাদীসে গীবত সম্পর্কে আলোচনা

কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন:

> “তোমাদের কেউ কি নিজের মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? তোমরা তো একে ঘৃণা করবে।”

(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১২)

এই আয়াতটি গীবতের ভয়াবহতা প্রকাশ করে। এখানে গীবতকারীর কুকর্মকে মৃত ভাইয়ের মাংস ভক্ষণের সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা মানুষের মনে জঘন্যতার অনুভূতি জাগায়।

আরও বলা হয়েছে—

> “হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের দোষ অনুসন্ধান করো না এবং কেউ কারো গীবত করো না।”

(সূরা আল-হুজুরাত ৪৯:১২)

হাদীসেও এসেছে:

> “যে ব্যক্তি গীবত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবে, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের দিনে তার দোষ গোপন করবেন।”

(তিরমিযী, হাদীস: ১৯৩৫)

গীবতের কুরআনীয় নিষেধাজ্ঞা

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা গীবতকে অত্যন্ত ঘৃণ্য একটি কাজ হিসেবে বর্ণনা করেছেন। সূরা হুজুরাতে আল্লাহ বলেন—

> "হে মুমিনগণ! তোমরা পরস্পরের প্রতি সন্দেহ করো না, গোপন তল্লাশি চালিও না এবং কেউ কাউকে গীবত করো না। তোমাদের কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের মাংস খেতে পছন্দ করবে? নিশ্চয়ই তোমরা তা ঘৃণা করবে।"

(সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত ১২)

এখানে গীবতকে “মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার” সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে, যা এক ভয়াবহ উপমা। যেমন একজন সুস্থ মনের মানুষ মৃত মানুষের মাংস খেতে ঘৃণা বোধ করে, তেমনি একজন প্রকৃত মুসলিমেরও গীবতের প্রতি গভীর ঘৃণা থাকা উচিত।

এছাড়া কুরআনের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ তাআলা পরনিন্দাকারীদের নিন্দা করেছেন:

> “অভাগা সে ব্যক্তি, যে পরনিন্দা করে এবং তিরস্কার করে।”

(সূরা হুমাযাহ, আয়াত ১)

এখানে ‘হুমাযাহ’ মানে হলো সামনাসামনি দোষ ধরা, আর ‘লুমাযাহ’ মানে হলো পেছনে নিন্দা করা — অর্থাৎ গীবত।

ইসলামী চিন্তাবিদদের মতামত

ইমাম গাজালী (রহ.) বলেন, গীবত এমন এক ব্যাধি যা ইবলিস মানুষের হৃদয়ে প্রবেশের সহজতম পথ হিসেবে ব্যবহার করে। এটি দোষ-ত্রুটি খুঁজে বেড়ানো ও অহংকারের প্রকাশ।

ইবনে তাইমিয়া (রহ.) বলেন, গীবত সামাজিক বন্ধন ধ্বংস করে, আর গীবত থেকে রক্ষা পাওয়া একধরনের তাকওয়া।

হাদীসে গীবতের ভয়াবহতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ গীবতের বিপদ সম্পর্কে বহু হাদীসে সতর্ক করেছেন।

1. আল্লাহর ঘৃণা অর্জনকারী কাজ:

নবী করিম ﷺ বলেন:

> “গীবত হলো সুদের চেয়ে গুরুতর পাপ।”

— (আবু দাউদ)

2. কবরের আজাবের কারণ:

একবার নবী করিম ﷺ দুই কবরের পাশে দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি বললেন,

> “এই দুই ব্যক্তি আজাব পাচ্ছে; এবং তারা বড় কোনো পাপে নয়। একজন প্রস্রাবের ছিটে থেকে বাঁচতো না, আর অন্যজন গীবত করতো।”

— (সহীহ বুখারী, হাদীস ২১৬)

3. ইমানের পরিপন্থী কাজ:

নবী ﷺ বলেন,

> “মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।”

— (সহীহ বুখারী, হাদীস ১০)

গীবত দ্বারা অন্য মুসলিমের সম্মান নষ্ট হয়, তাই এটি ঈমানদারের মর্যাদার পরিপন্থী।

গীবতের প্রকারভেদ

ইসলামী পণ্ডিতগণ গীবতকে কয়েকভাবে শ্রেণিবদ্ধ করেছেন:

1. মৌখিক গীবত – কারো অনুপস্থিতিতে তার দোষ বর্ণনা করা।
2. ইশারায় গীবত – কারো দোষ বা অপূর্ণতা প্রকাশে চোখ, ভঙ্গি বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে ইঙ্গিত করা।
3. লিখিত গীবত – লেখালেখি, সামাজিক মাধ্যমে বা অন্য কোনো মাধ্যমে কাউকে ব্যঙ্গ বা হেয় করা।
4. পরোক্ষ গীবত – কাউকে সরাসরি না বলেও এমনভাবে আলোচনা করা যাতে অন্যরা বুঝে ফেলে কার কথা বলা হচ্ছে।

এছাড়া উদ্দেশ্যভেদেও পার্থক্য আছে। কেউ কেউ হিংসা, বিদ্বেষ, রাগ বা হালকা মজার ছলে গীবত করে থাকে — কিন্তু ইসলামী শরীয়তে কোনো অবস্থাতেই এটি বৈধ নয়, ব্যতিক্রম ছাড়া।

গীবতের অনুমোদিত বা বৈধ ব্যতিক্রম

ইসলামী শরীয়তে কিছু বিশেষ পরিস্থিতিতে গীবত অনুমোদিত হয়েছে, যেমন:

1. অন্যায় থেকে সতর্ক করা:
কেউ প্রতারণা বা অন্যায় করছে — তা অন্যকে সতর্ক করার জন্য বলা বৈধ।

2. বিচারকের কাছে অভিযোগ করা:

নিজের ক্ষতির বিচার চাইতে হলে অন্যের নাম উল্লেখ করা গীবত নয়।

3. ধর্মীয় উপদেশ বা পরামর্শ:

যেমন কেউ কাউকে বিয়ের প্রস্তাব দিচ্ছে, আর আপনি জানেন যে সেই ব্যক্তি ধর্মহীন বা প্রতারক, তাহলে সতর্ক করা জায়েজ।

4. ফাসিক বা খোলামেলা পাপী সম্পর্কে সতর্ক করা:

যেমন প্রকাশ্যে মদ্যপানকারী বা জালিম শাসকের অন্যায়ের কথা বললে তা গীবত নয়।

তবে এসব ব্যতিক্রমেও শর্ত হলো কোনো বাড়াবাড়ি করা যাবে না, এবং উদ্দেশ্য হতে হবে কেবল ন্যায় ও সতর্কতা।

গীবতের সামাজিক প্রভাব

গীবত সমাজের শান্তি, ঐক্য ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ ধ্বংস করে দেয়। এর সামাজিক ক্ষতিগুলো হলো—

1. সম্পর্কের ভাঙন:

বন্ধুত্ব, আত্মীয়তা ও পারিবারিক বন্ধন ভেঙে যায়।

2. অবিশ্বাসের সংস্কৃতি:

সমাজে কেউ কারো প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারে না।

3. বিবাদ ও শত্রুতা:

গীবত থেকে জন্ম নেয় ভুল বোঝাবুঝি, রাগ ও প্রতিশোধ।

4. নৈতিক অবক্ষয়:

মানুষ অন্যের দোষ খোঁজার অভ্যাসে নিজের ত্রুটি ভুলে যায়।

5. সামাজিক ব্যাধি হিসেবে রটনা:

গীবত থেকে গুজব সৃষ্টি হয়, যা এক সময় সমাজে অস্থিরতা তৈরি করে।

গীবতের মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব

গীবত শুধু সামাজিক নয়, মানসিক দিক থেকেও ভয়াবহ প্রভাব ফেলে।

গীবতকারী ব্যক্তির মনোভাব:

সে নিজেকে উত্তম ভাবে শুরু করে, অহংকারে ভোগে।

শিকার ব্যক্তির মানসিক কষ্ট:

যখন কেউ জানতে পারে তার সম্পর্কে মিথ্যা বা সত্য কুৎসা ছড়ানো হয়েছে, তখন তার আত্মসম্মান ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গোষ্ঠীগত বিভাজন:

গীবত দলীয় মনোভাব জোরদার করে, পারস্পরিক ঘৃণা বাড়ায়।

অন্তর্দহন:

গীবতকারী মনে মনে অপরাধবোধে ভোগে, যা তাকে মানসিক অশান্তিতে রাখে।

গীবত থেকে বাঁচার উপায়

ইসলাম গীবত থেকে বিরত থাকার জন্য বিভিন্ন নৈতিক নির্দেশনা দিয়েছে:

1. আল্লাহভীতি (তাকওয়া):

জিহ্বা সংযম রাখতে হলে আল্লাহর ভয় হৃদয়ে থাকা জরুরি।

2. নিজের দোষ দেখা:

অন্যের দোষ না খুঁজে নিজের সংশোধনে মনোযোগ দেওয়া।

3. বিষয় পরিবর্তন:

কারো সামনে গীবত শুরু হলে আলোচনার দিক পরিবর্তন করা।

4. গীবতের স্থলে দো‘আ:

কারো দোষের বদলে তার জন্য হিদায়াত কামনা করা।

5. গীবত শুনলে বাধা দেওয়া:

শ্রোতাও পাপের অংশীদার হয়, তাই থামিয়ে দেওয়া কর্তব্য।

6. তাওবা ও ক্ষমা চাওয়া:

গীবত করলে আল্লাহর কাছে তাওবা করা এবং যাকে কষ্ট দেওয়া হয়েছে, তার কাছে ক্ষমা চাওয়া।

গীবতের প্রতিকার

গীবতের প্রতিকার দুইভাবে করতে হয়:

1. আত্মিক প্রতিকার:

অন্তরকে শুদ্ধ করা, রাগ-হিংসা দূর করা, আল্লাহর জিকিরে মনোযোগী হওয়া।

2. সামাজিক প্রতিকার:

সচেতনতামূলক প্রচারণা, নৈতিক শিক্ষা, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সংযম রক্ষা করা, ইত্যাদি।

আধুনিক সমাজে গীবত

বর্তমান যুগে গীবত এক ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিতে রূপ নিয়েছে। ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব বা টুইটারের মতো প্ল্যাটফর্মে মানুষ অন্যের সমালোচনা, ব্যঙ্গ ও নিন্দা করতে স্বাভাবিকভাবে অভ্যস্ত হয়ে গেছে।

সোশ্যাল মিডিয়া গীবত:

কারো ছবি, বক্তব্য বা জীবনযাপন নিয়ে নেতিবাচক মন্তব্য করা গীবতেরই আধুনিক রূপ।

রাজনৈতিক গীবত:

প্রতিপক্ষের মানহানি করা আজ রাজনৈতিক সংস্কৃতির অংশ হয়ে গেছে।

ধর্মীয় গীবত:

বিভিন্ন মাযহাব বা মতভেদের কারণে একে অপরকে হেয় করা — এটি গীবতের চরম রূপ।

ইসলামী দৃষ্টিতে এগুলো সবই নিষিদ্ধ, কারণ এগুলো সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে ও মানবিকতা ধ্বংস করে।

গীবত ও আত্মশুদ্ধি

আল্লাহ তাআলা বলেছেন:

> “যে ব্যক্তি তার জিহ্বা ও লজ্জাস্থানকে সংযত রাখবে, আমি তার জন্য জান্নাতের নিশ্চয়তা দিচ্ছি।”

— (সহীহ বুখারী)

অতএব, আত্মশুদ্ধির অন্যতম স্তর হলো — নিজের জিহ্বাকে গীবত থেকে মুক্ত রাখা।

যিনি নিজের জিহ্বা নিয়ন্ত্রণে সক্ষম, তিনিই প্রকৃত মুসলিম ও নৈতিকভাবে উন্নত ব্যক্তি।

ইসলামী সমাজে গীবত প্রতিরোধের কৌশল

1. নৈতিক শিক্ষা ও তারবিয়াহ:

শিশুদের ছোটবেলা থেকেই অন্যের দোষ না খোঁজার শিক্ষা দেওয়া।

2. মসজিদ ও মাদরাসা পর্যায়ে আলোচনা:

গীবতের ক্ষতি নিয়ে জুমার খুতবা বা দাওয়াতি প্রোগ্রামে আলোচনা করা।

3. সোশ্যাল মিডিয়া নীতিমালা:

ইসলামী সংগঠনগুলো সামাজিক মাধ্যমে গীবত ও অপবাদ থেকে বিরত থাকতে আহ্বান জানাতে পারে।

4. আইনি কাঠামো:

গীবত বা মানহানি রোধে আইন প্রয়োগ করা, যাতে মানুষ সচেতন হয়।

গীবত পরিহারের উপায়

১. আল্লাহভীতি ও আত্মসমালোচনা: নিজের দোষ স্বরণ করলে অন্যের দোষ আলোচনা করার সুযোগ থাকে না।

২. সমাজে ইতিবাচক চিন্তা প্রচার: কারো ভুল না বলে তার গুণ প্রকাশে উৎসাহ দেওয়া।

৩. গীবত শুনলে থেমে যাওয়া: হাদীসে এসেছে, “যে ব্যক্তি গীবত শোনার সময় নীরব থাকে, সে গীবতকারীর অংশীদার।”

৪. ক্ষমা ও দোয়া করা: কারো সম্পর্কে মন্দ বলার পরিবর্তে তার জন্য দোয়া করা।

উপসংহার

গীবত এমন এক নৈতিক ও সামাজিক ব্যাধি, যা একজন ব্যক্তির ইমান, সমাজের ঐক্য ও রাষ্ট্রের স্থিতিশীলতা তিনকেই বিপন্ন করে। ইসলাম গীবতকে শুধু নিষিদ্ধ করেনি, বরং এটিকে আত্মিক রোগ বলে আখ্যা দিয়েছে।

একজন মুসলিমের উচিত নিজের জিহ্বা ও কলম সংযত রাখা, অন্যের দোষ না খোঁজা এবং সমাজে ইতিবাচক আলোচনা প্রচার করা।

আল্লাহ তাআলা বলেন—

> “তোমরা ন্যায় ও তাকওয়ার কাজে সহযোগিতা করো, অন্যায় ও সীমালঙ্ঘনের কাজে নয়।”

(সূরা মায়িদাহ, আয়াত ২)

গীবত সীমালঙ্ঘন, আর তা থেকে দূরে থাকা তাকওয়ার অংশ। সুতরাং, গীবত থেকে বাঁচা মানে নিজের আত্মা, সমাজ ও ঈমানকে রক্ষা করা।

শেষ কথা:

গীবত বন্ধ করা মানে শুধু মুখ বন্ধ রাখা নয়; বরং হৃদয় ও মনকে পরিশুদ্ধ রাখা। যদি মুসলিম সমাজ গীবত বর্জন করতে পারে, তাহলে পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হবে — যা ইসলাম চায় প্রতিটি উম্মাহর মাঝে।